Basic Guitar

Romo Romio

উৎসর্গ

আমার মা
শ্রদ্ধাভাজনেষু
যিনি তার সমস্ত আলো দিয়ে আমাকে আলোকিত করেছেন

অনুবদ্ধ_____

‘বেসিক গিটার ’ বইটি প্রকাশিত হলো। বইটি মনোযোগ সহকারে পড়লে সঙ্গীত

সম্পর্কে অনেক ধারনা হবে । শুধু না বুঝে পড়ে গেলে কোন মর্মার্থ বোঝা যাবে না। থিওরিগুলো পড়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সঙ্গীত হলো এক প্রকার জ্ঞান যা স্নিগ্ধ আলোর মত। সকল বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাই।

রোমো রোমিও
সঙ্গীত গবেষক
জুন, ২০১৮
দূরভাষ ০১৭৪৩১০৫২৬০

রোমো রোমিও
চ্যানেল আই গেট সেট রক বেষ্ট লিড গিটারিষ্ট
সংগীত শিক্ষক, লেখক, সংগীত গবেষক

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর , ২০১৮

গিটারের ছড়া ও কবিতা

গিটার কথা বলে শব্দ করে । নরম আঙ্গুলের স্পর্শে বেজে উঠে সুরে সুরে,তালে বেতালে ছন্দে আনন্দে। গিটার একজন মানুষের ভালো বন্ধু বটে। সুখ-দুঃখ,হাসি-তামাশা ,প্রেম-বেদনা এক কথায় মনের যেকোনো অবস্থার যে কোন সময়ে এই বন্ধুর সাথে শেয়ার করা যায় । কবিতা,গল্প যেমন মন ভালো করে, তেমনি গিটার । ভালো গিটার বাজানোর জন্য

অনেক জ্ঞানচর্চা প্রয়োজন । গিটার সম্পর্কিত গল্প,কবিতা,আর্টিকেল, বিভিন্ন লিজেন্ড গিটারিষ্টদের জীবন কাহিনী, বাণী ইত্যাদি ।

কবিতা : আমার গিটার
_____রোমো রোমিও

সঙ্গীত-আমার স্নিগ্ধ আলো
ছয়তারে হয় মন রে ভালো
নরম আঙ্গুলের স্পর্শে বাজে
সুর দোলা দেয় হৃদয় মাঝে ।

গিটার আমি ভালো বন্ধু
দুজন মিলে সুরের সিন্ধু
আমার মন তার সুর
হারাই মোরা বহুদূর ।

মনের ভাষায় বাজে যে
মধুর শব্দে ফোটে সে
বোবা ভাষা বুঝতে পারে
যেভাবে চাই বাজে তারে ।

সুখের সাথী দুঃখের সাথী
সবক্ষণে তার সাথে মাতি
যখন তখন দুজন মিলে
দু মন করি একই দিলে ।

গিটার আমার প্রেমের ভাষা
হৃদয় ফ্রেমের ভালবাসা
গিটার আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু
বন্ধু আমার সুরের সিন্ধু ।

একহাতে পিক এক হাতে তার
সে যে আমার বন্ধু গিটারগিটার আমি ভালো বন্ধু
দুজন মিলে সুরের সিন্ধু ।

একজন ভালো গিটারিষ্ট হতে হলে অনেক দিক খেয়াল রাখতে হয়

একজন ভালো গিটারিষ্ট হতে হলে অনেক দিক খেয়াল রাখতে হয় । শুধু গিটার বাজিয়ে ভালো গিটারবাদক হওয়া অনেক কষ্টসাধ্য । গিটার বাজানোর জন্য হাতে অনেক শক্তির প্রয়োজন । এজন্য ব্যায়াম অনেক কার্যকর । মাথা ঘাটিয়ে গিটার বাজাতে হয় এজন্য পুষ্টিকর খাবার দরকার

। সুর আসে মন থেকে অনুভূতি থেকে। আর এই অনুভূতি প্রধান কেন্দ্রস্থল প্রকৃতি। প্রকৃতির ভালবাসা ও ভ্রমন সুন্দর অনুভূতি সৃষ্টি করবে মনে। কান দিয়ে আমরা শুনি। গিটারের শব্দ বা সুর অথবা গান শোনার ক্ষেত্রে হেয়ারিং বা শ্রবনশক্তিটা প্রখর হওয়া প্রয়োজন।

ভালো গিটারিষ্ট হওয়ার সাতটি উপায় ও অভ্যাস :

#মনশ্চক্ষুতে_দেখা : ফ্রী সময়ে মনের চোখে দেখো তুমি কি বাজিয়েছিলে। ফ্রেটবোর্ডের কোন বারে কী নোট আছে কল্পনায় দেখো।

#কাল্পনিক_শ্রবন : কি কি বাজাও সেগুলো মনে মনে শোনার চেষ্টা করো।
ফিংগারিং,কর্ড,স্ট্র্যামিংয়ের সাউন্ডগুলো কেমন শোনায় এগুলো কল্পনায় শোনো।

#নতুন_কিছু_তৈরী_প্রতিদিন : নিজের প্লেয়িং উন্নতির জন্য নিজে নিজে নতুন নতুন কাজ তৈরী করো। গিটারের ফ্রেডবোর্ডের অনেকগুলো ছবি প্রিন্ট করে সাথে রাখো। সেই ছবির উপর নকশা করে সেগুলো বাজানোর চেষ্টা করো।

#জ্যাম : সবসময় নতুন নতুন মিউজিশিয়ানদের সাথে জ্যাম করো। তারা কিভাবে পিকিং করে, কোন টেকনিকস্ এ গিটার প্লে করে খেয়াল করো।

#রেকর্ডার_ও_রেকর্ডিং : গিটার বাজানোর সময় হাতের কাছে রেকর্ডার রাখো। বাজাতে বাজাতে কিছু ভালো লাগলে রেকর্ডিং করে ফেলো। প্রয়োজনে মনে রাখার জন্য ভিডিও রেকর্ডিং করো

#ইম্প্রোভাইজিং : সবসময় নতুন নতুন কর্ড প্রোগ্রেশনের সাথে ইম্প্রোভাইজিং করো। অপ্রচলিত স্কেলগুলোকে প্রচলিত করার চেষ্টা করো।

#চার্ট_তৈরী : একটা নিদিষ্ট সময়ের জন্য চার্ট তৈরি করো। যেমন কিছু কিছু লিজেন্ড গিটারিষ্টদের ও ব্যান্ড সিলেকশন, তাদের সম্পর্কে জানা, তাদের এ্যালবামগুলো সংগ্রহ করা ইত্যাদি। এছাড়া নিজে কি কি চর্চা করবে একটা তালিকা কর।

ভাল গিটার বাজানোর ১০টি টিপস

জ্ঞান হলো মস্তিকের খোরাক। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা উন্নতি করি। জ্ঞানের ভান্ডার দুর্বল হলে কোন কিছু আয়ত্ত করা যায় না। সফলতা অর্জন করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। অন্যদিকে চিন্তা হলো একাকীত্বের বন্ধু। এই বন্ধু আমাদের নতুন নতুন পরিকল্পনা সৃষ্টি করে আমরা কি করবো কি সিদ্ধান্ত নেব।

অতএব আমরা যদি কোন সুর সৃষ্টি করি অথবা গিটার অনুশীলন করি সেটি আমাদের জ্ঞানও চিন্তাশক্তি

মিলিয়ে আয়ত্ত করতে হতে। তাহলে যথাযথ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হবে। গিটার বাজানোর অনেক নিয়ম কানুন কাছে। এই নিয়মকানুনের পাশাপাশি অনেক কিছু জানার আছে।যত থিউরিক্যাল বিষয় জানা যাবে তত প্রাকটিক্যালে সুবিধা হবে।

+++ ভাল গিটার বাজানোর ১০টি টিপস +++

#এক প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ মিনিট Warm up করতে হবে

#দুই Chromatic scale অনেক বেশি প্রাকটিস করতে হবে

#তিন হাজারেরও বেশি Strumming রয়েছে। নতুন নতুন Rhythm pattern শিখতে হবে

#চার যেকোন কিছু বাজানোর সময় Tap (পায়ে কাউন্ট করে) করে বাজানোর অভ্যাস করতে হবে

#পাঁচ গিটারের পাশাপাশি অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট বাজানো জানতে হবে

#ছয় গানের যেকোন অংশ বা একটু শুনে অন্য গান শোনার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। সম্পূর্ণ গান অবশ্যই শুনতে হবে

#সাত সব ধরনের গান শুনতে হবে
#আট বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গিটারিষ্টের সম্পর্কে অনেক জানতে হবে

#নয় Rhythm sense বৃদ্ধির জন্য মিউজিকের বিটের সাথে একটু নৃত্য প্রাকটিস অনেক কাজে দিবে

#দশ অনেকক্ষন গিটার বাজানোর পর বোরিং লাগলে রিলাক্সের জন্য Flamenco বাজানো বা শোনাটা শান্তিপূর্ণ।

গিটার নিয়ে সেরা দশটি জনপ্রিয় উদ্‌ধৃতি লেখকের

ছয় তারবিশিষ্ট যন্ত্র । এটি দেখতে প্রায় বেহালার মতো, তবে আকারের বেহালার চেয়ে বড়। গিটার দুই প্রকার স্প্যানিশ ও হাওয়াইন । বর্তমানে ক্ষেত্রে এটি বেশ জনপ্রিয় একটি বাদ্যযন্ত্র ।

● ঈশ্বর জানতো পৃথিবীতে গিটার আবিস্কার হবে তাই তিনি মানুষের দুটি হাত দিয়েছিল ।

● AGE , BAD , CAFE , DAD , EGG, FACE , GAB .এগুলো Word নয়, সবগুলো মেজর Chord

● চার মিনিটের তোমার একটি গিটার সলোর Tempo যদি 60 BPM হয় তাহলে সম্পূর্ণ সলোটা ৩৬০ বার শুনলে পুরো একদিন কেটে যাবে

● যারা E তে গিটার টিউন করে তাদের মেজাজ 440 আর যারা D# এ টিউন করে তারা হলো 420

● গিটার ও মিউজিক এই দুইয়ে মানেই নেশা । নেশা মানে গিটার ও মিউজিক না ।

● Power chord এর নেশা টা বড়ই ভয়াবহ

● সাধারণ মানুষের কাছে (#) এটা হ্যাশ আর গিটারিষ্টদের কাছে শার্প

● তারবিহীন গিটার নগ্ন মেয়ের মত দেখায়

● গিটারের যদি দুইটা হাত থাকতো লাভ হতোনা কারন সে বুদ্ধিহীন। তারপরেও যদি তার ব্রেইন থাকতো লাভ হতোনা কারন সে ঠসা। তারপরেও যদি তার কান থাকতো লাভ হতোনা কারন মন নেই। আর এসব কিছু নেই বলেই গিটার জানে তার জন্য মানুষই শ্রেষ্ঠ । মানুষ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত গিটার নীরব, শব্দহীন, অর্থহীন।

● ‘গিটার’ কোন বস্তু নয় । এটা আমার মতই একজন,আমার আরেকটি রূপের প্রকাশের মাধ্যম

সুন্দর গান কম্পোজিশনের আটটি তথ্য

গান হলো মনের খোরাক । যার ভেতর গান নেই সে অনুভূতিহীন । সুর হলো গানের প্রাণ । আর সংগীত সেই সুরকে রং মাখিয়ে একটি রূপদান করে তা হলো গানের । একটি গান শিল্পীর কাছে সন্তানের মতো । গান সৃষ্টিকরা সম্পূর্ণ মেধার উপর নির্ভর করে। সঠিক মেধা ও কিছু গোপনীয়তার সমন্বয়ের সৃষ্ট একটি গান খুব সহজে হিট হয়ে যেতে পারে । তাই গান পপুলার বা হিট হবার নিয়মের সাথে আটটি গোপন সুত্র ও তথ্য জেনে নিন.....

● লিরিক্স : গানের কথাগুলো লিখুন সহজ-সরল,সুন্দর,স্পষ্ট ও সাবলীল। এমনভাবে কথাগুলি সাজিয়ে লিখুন যেন মানুষের ঘটনামান জীবনের সাথে মিল থাকে। প্রেম-বিরহ,খোদাভক্তি,দৈনন্দিন জীবন বা সমাজ সম্পর্কে লিখতে পারেন।

● সংগীত : গানের মিউজিক সবসময় বর্তমান জেনারেশনের উপর নির্ভর করে থাকে। এবং শ্রুতিমধুর সুর সবসময় সর্বজনীন এর কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায়। সেক্ষেত্রে মেলডিকে বেশি প্রাধান্য দিন।

● সুর : একটি গানের সবচেয়ে প্রথম দিক হলো সুর। গানের সুর ভালো না হলে সে গানটি কখনোই মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেনা। তাই এমন সুর করুন যেন মানুষের হৃদয় ছুয়ে যায়। বেশি বেশি আরপিজিও/সা গা পা ব্যবহার করুন সুর ও সংগীতে।

● স্কেল নির্বাচন : সহজ ও সুন্দর একটি গানের জন্য বেসিক মেজর স্কেল অথবা রিলেটেড মাইনর স্কেল চয়ন করূন। কান ও মস্তিষ্ক জটিল শব্দ শুনতে পেলে মনের মধ্যে জটিলতার রুপ দেয়। বেসিক মেজর স্কেল বা রাগ বিলাবলের শুদ্ধ স্বরগুলো শুদ্ধ সুরাকৃতির ফলে সেগুলো মেলডি শোনায়। মেলডি সকলে ভালবাসে।

● এককতা : গানের মুখ,স্হায়ী,অন্তরা বা সঞ্চারীর মধ্যে এমন ছোট্ট একটি এককতা তৈরি করুন যেন মানুষের মুখে মুখে ঐ একক টি প্রকাশ পায়। মানুষ নিজের অজান্তে গুনগুন করে।

● গানের টেম্পো বা লয় : খুব বেশি স্লো কিংবা খুব বেশি ফাস্ট গানের অপেক্ষায় মধ্যম লয়ের গানগুলো সবসময় জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকে। গড় অনুপাতে ৭০ - ১৪০ টেম্পোর মধ্যে গানের টেম্পো নির্বাচন উৎকৃষ্ট।

● ডিউরেশন : গানের সময় খুব অল্প অথবা খুব বেশি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে ৩ ০০ — ৫০০ মিনিটের মধ্যে গানের সময় নির্ধারণ করুণ।

● গানের শিরোনাম : অবশ্যই গানের নাম নির্বাচনে বেশি দৃষ্টিপাত করতে হবে। দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করুন। খুব সহজ সুন্দর একটি নাম চয়ন করুন।

গিটার সেন্স বাড়ানোর কৌশল

পৃথিবীতে এত পরিমান জ্ঞান পড়ে আছে যা কুড়িয়ে সমগ্র জীবন শেষ করা যাবে না। এর জন্য ভাল উপায় হলো হাতের কাছে যেসব পাওয়া যায় সেসব শেখা এবং প্রতিনিয়ত এক্সপ্রেরিমেন্ট করে নতুন কিছু শেখা। গিটার অনেক ইন্টারেষ্টিং একটি ইন্সট্রমেন্ট। বুদ্ধি ঘাটিয়ে অনেক স্বল্প সময়ে ভালো গিটার প্লে করা যায়। যদি মনোযোগ ও সুষ্ঠু জ্ঞানে নিজের দক্ষতার সাহায্য সেটি আয়ত্ত করা যায়। কিছু সহজ উপায় আছে যেগুলো ব্রেইনে দিলে কনফিডেন্ট লেবেল বাড়বে এবং কনফিডেন্ট লেবেল বাড়লে প্রাকটিস মনোযোগ আসবে উৎফুল্লতার সহিত।

বাংলাদেশী ব্যান্ডের গান পুরোনো দিনের ব্যান্ডের গান গুলির একটা লিষ্ট করো। যেমন এল,আর,বি, আর্ক,জেমস, মাইলস,ফিডব্যাক ইত্যাদি । এররকম দশটা ব্যান্ড সিলেক্ট করে প্রতি সপ্তাহে একটা করে ব্যান্ড শুনে শেষ করো । ভাল লাগা গান গুলি নোট করে রাখো ।

দেশাত্মবোধক গান দেশাত্মবোধক গান গুলি সবসময় ব্যতিক্রম ধরনের হয়ে থাকে। এই গানগুলির মধ্যে এক্সট্রা কিছু নোট থাকে যেসব তুললে কর্ডিংয়ের একটা ভালো একটা ধারণা তৈরি হবে। এছাড়া নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্টের সাথে পরিচয় মেলে। তালজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

আধুনিক গান ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা’র মত অনেক জনপ্রিয় গান রয়েছে। যেই গানগুলি বন্ধু-বান্ধব মিলে এ্যাকুষ্টিক নিয়ে গাওয়া হয় এমন ধরনের গান গুলির ফ্রেশ কর্ডিংস করে রাখা যেন যখন তখন যেকোন সময়ে নিজেকে প্রিপারেশন রাখা যায়।

কনসার্ট দেখা : বাজানোর থেকে দেখলে মস্তিষ্ক বেশি কাজ করে। প্রতিটা মিউজিশিয়ানের বাজানোর ধরন আলাদা। নোট চুজিং আলাদা , কর্ড বাজানোর স্টাইল আলাদা । তাই বেশি করে কনসার্ট দেখা উচিত। এতে নিজের মানসিকতা ও সাহসিকতা বৃদ্ধি পায়।

ওয়েবসাইট ঘাটাঘাটি : প্রতিনিয়ত ইন্সট্রুমেন্ট আপগ্রেট হচ্ছে। একটা কোম্পানির বিভিন্ন সিরিজের গিটার রয়েছে। তাই সবসময় ইন্সট্রুমেন্টের খোজ খবর রাখা কোন সিরিজের গিটার কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। একটা মিউজিশিয়ানের হেয়ারিং সেন্স যত ভালো হতে লাগে তার ভাল ইন্সট্রমেন্টের প্রতি ততো আর্কষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ওয়েবসাইটে দেয়া বিভিন্ন সিরিজের গিটারের খোজ খবর দেয়া সেন্স বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

পাশ্চাত্য এভারগ্রীন সং : বাইরের দেশে ‘হ্যালো’, ‘প্যারাডাইস সিটি’, ‘টাইটানিক’, ‘হিরো‘, ‘মোর দেন আই ক্যান সে’ ইত্যাদি গানের সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। এই গানগুলোই ইংলিশ গান তোলার বেজম্যান্ট তৈরী করে। তাই কমপক্ষে ১০-১৫টা গান প্রাইমেরী লেভেলে যথাযথ শুনতে হবে, শিখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে।

গিটার প্রাকটিসের পাশাপাশি অন্যান্য কাজ

গিটার বাজানো সহজ কিন্তু ভালো গিটার বাজানো কঠিন। সারাদিন প্রাকটিস করলেই ভালো গিটারিষ্ট হওয়া যায়না। গিটার প্রাকটিসের পাশাপাশি অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

খাবার : গিটার বাজানোর জন্য আঙ্গুলে অনেক শক্তির প্রয়োজন । বিশেষ করে ৩ নাম্বার ও ৪ নাম্বার আঙ্গুলে বেশি শক্তির দরকার হয়। শরীরে শক্তি বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ভূমিকা অপরিসীম । এছাড়া ভালো খাবার মনকে প্রফুল্ল রাখে। মন প্রফুল্ল থাকলে পরিষ্কার সেন্স তৈরী হয় ও প্রাকটিসে মনোযোগ বসে। পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে আঙ্গুর, ডালিম, কলা, ডিম,দুধ,ডাল,ডাব,ছোলা,মাংস, খেজুর ইত্যাদি শরীরে যথেষ্ট শক্তি যোগায় গিটার বাজানোর সহায়ক।

এক্সারসাইজ : খেয়াল করে দেখবে পাশ্চাত্য দেশের গিটারিষ্টরা বডি বিল্ডার হয়ে থাকে। গিটার বাজানোর জন্য হাতের বাহুর শক্তির প্রয়োজন হয়। এছাড়া ইলেকট্রিক গিটার বাজাতে হয়। শরীরে Testosterone এর অনেক প্রয়োজন হয়। গড় অনুপাতে একটি ইলেকট্রিক গিটাররের ওজন ৫-৭ পাউন্ড হয়ে থাকে। প্রতিদিন ব্যায়াম করলে শরীর স্বাস্থ্য মন ভালো থাকে। গিটার বাজানোর জন্য বডি লেঙ্গুয়েজ বিশাল অবদান রাখে। বাড়িতে বা জিমে এক্সারসাইজ করতে পারো। প্রতিদিন বিকেলে হাটতে পারো সেই সাথে তোমার লেসন গুলো নিয়ে ভাবতে পারো।

ইংলিশ : প্রাকটিস এ্যাকুটিক গিটারকে আমরা তিনভাবে বলতে পারি যথা- বা । গিটার যেহেতু ওয়েষ্টার্ণ ইন্সট্রুমেন্ট তাই এর ভাষাও হচ্ছে ইংলিশ। তুমি মিউজিক লেঙ্গুয়েজ পড়বে স্টাফ নোটেশন জানতে তখন প্রচুর ইংলিশের প্রয়োজন হবে। গিটারের সব ভাষা ইংরেজীতে। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষার ফলে তোমার মনের মধ্যে একরকম উৎসাহ উদ্দীপনা তৈরী যা তোমার গিটার প্রাকটিসে মনোযোগী করে তুলবে আনন্দের সহিত।

সাধারন জ্ঞান : সাধারন জ্ঞান তোমাকে অসাধারন করে তুলতে হবে। গিটার প্রাকটিসের পাশাপাশি তোমাকে গিটার বিষয়ক অনেক খুটিনাটি সাধারন জ্ঞান জানতে হবে। যেমন গিটার কি,কোথা থেকে উৎপত্তি, কত রকমের গিটার রয়েছে, বিখ্যাত ব্যান্ডের নাম,বিখ্যাত গিটারিষ্টের ইতিহাস, কত রকম স্টাইলে গিটার বাজানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি ।

মেডিটেশন : মেডিটেশন এমন এক প্রকার শক্তি যা তোমার অন্তরের আলোকে প্রস্ফুটিত করে তোমার আত্মাকে জীবন্ত করে। মিউজিক নিয়ে মেডিটেশন করলে মিউজিক আরো সহজ হয়ে যাবে তোমার কাছে। ধ্যানে জ্ঞান বাড়ে। প্রাকৃতিক শক্তি তোমার সাথে সবসময় থাকে। তুমি

গিটারে যেসব সুর বাজাও সেসসব গিটারের নোটস গুলো প্রকৃতি থেকে এসেছে। গিটারের নোটস্ গুলো মূলত বিভিন্ন পশুপাখির স্বর থেকে সৃষ্টি । মিউজিক মেডিটেশন করলে তোমার চোখের সামনে সুর ভেসে বেড়াবে। কানের কাছে চেনা অচেনা পরিচিত অপরিচিত সুর বাজবে। তুমি তোমার ইচ্ছে মত মিউজিক করতে পারবে। নিজের মনের মত করে গিটার বাজাতে পারবে।

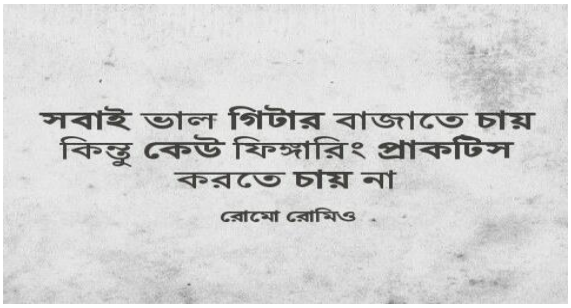

গিটার বাজানোর কিছু সমস্যার সমাধান

তুমি তোমার কর্ড প্রাকটিসের সময় ভাল সাউন্ড না হওয়ার ফলে হতাশ হয়োনা। তুমি তোমার ফিঙ্গার স্ট্রেনথ্ মজবুত করো। উন্নতি হবেই।

মানুষ মাত্রই ভুল। গিটার বাজানোর সময় তুমি ভুল করতেই পারো এটাই স্বাভাবিক। প্রাকটিস করার সময় ভুল হলে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়। ফলে প্রাকটিসে তোমার ঠিকমতো মনোযোগ বসে না। তুমি উপলব্ধি করো ভুল হতেই পারে। তুমি শুধু একা নও সবাই ভুল করে মাঝে মাঝে। নিজের মাঝে আত্নবিশ্বাস গড়ে তুলো।

তুমি যদি গিটার বাজানোর সময় ব্যথা অনুভব করো অর্থাৎ ফ্রেটে আঙ্গুল বসালে আঘাত পাও তবে লাইটার স্ট্রিং ব্যবহার করতে পারো। এতে ভাল সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেনা তবে ব্যথাহীন ভাবে সহজেই বাজাতে পারবে।

প্রথম প্রথম গিটার শেখার সময় তোমার বাজানোতে অনেক মিউট সাউন্ড হতে পারে বাজ করবে তোমার প্লেয়িংয়ে। এতে বিরক্ত হবার কিছু নেই। তুমি মনের সাথে গিটারের বন্ধুত্ব করো। গিটারের ফ্রেটবোর্ডের সাথে তোমার আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করো। ফ্রেটের মাঝখানে আঙ্গুল দিয়ে এমনভাবে চেপে ধরবে যেন তুমি অনুভব করো স্ট্রিংয়ে পিকিং করলেই বেজে উঠবে। এভাবে তুমি কন্ট্রোলিং করে বুঝে বুঝে পরিষ্কার সাউন্ড তৈরি করে অনুশীলন করতে পারো।

দাড়ানো বাজানোর চেয়ে বসে প্রাকটিসটা আরামদায়ক। অনেকের প্রাথমিক পর্যায়ে দাড়িয়ে বাজাতে সমস্যা হয়। যদি তুমি এ্যাকুষ্টিক গিটারে প্রাকটিস করো তাহলে তুমি এর পাশাপাশি ইলেকট্রিক গিটারেও তোমার লেসন গুলো প্রাকটিস করো। তুমি যদি বসে গিটার বাজাও তাহলে

তুমি দাড়িয়েও গিটার বাজাবে। তোমার প্লেয়িং কন্ট্রোল পাওয়ার অনেক বাড়বে। ধীরে ধীরে তোমার জড়তা গুলো কাটবে এবং তুমি প্রখর হয়ে উঠবে।

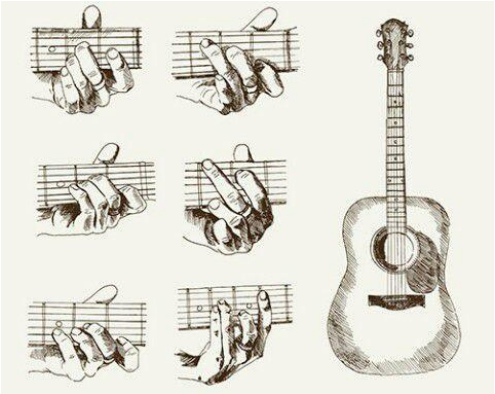

গিটার শেখার ফিঙ্গারিং প্রাকটিসের জন্য এটি কার্যকরী

বিগিনার গিটার শেখার সময় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ১ ২ ৩ ৪ ফিঙ্গারিং প্রাকটিস করে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ১ নাম্বার ফ্রেটে ১ নাম্বার আঙ্গুল, ২ নাম্বার ফ্রেটে ২ নাম্বার আঙ্গুল, ৩ নাম্বার ফ্রেটে ৩ নাম্বার আঙ্গুল, ৪ নাম্বার ফ্রেটে ৪ নাম্বার আঙ্গুল ঠিকমত বসে না। হয়তো ১,২ নাম্বার আঙ্গুলটা ঠিক মতো বসে কিন্তু ৩,৪ আঙ্গুল নিয়ে অনেকের সমস্যা হয়।

ফিঙ্গারিং প্রাকটিস দীর্ঘ সময়ে অনুশীলন করা বোরিং কিন্তু এর উপকারিতা পরে অনেক। তাই ফিঙ্গারিং প্রাকটিসের সময় বিরক্তি মনোভাব দুর করতে হবে। বরং আনন্দের সহিত মজা নিয়ে নিজের অনুশীলনটি যথাযথভাবে অনুশীলন করতে হবে। এতে প্রতিটা এক্সারসাইজের তৃপ্ততা অনুভব করতে পারবে। প্রতিটি সময় আনন্দের সহিত কাটবে। প্রতিটি সময় নতুন মনে হবে।

অনুশীলন : অনুশীলনটি ৬ নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট থেকে শুরু করতে হবে । ৬ নাম্বার তারে ১ নাম্বার ফ্রেটে ১ নাম্বার আঙ্গুল ধরে একটি ডাউন স্ট্রোক। এবার ৬ নাম্বার তারে ২ নাম্বার ফ্রেটে ২ নাম্বার আঙ্গুল ধরে একটি আপ স্ট্রোক। এভাবে ৫,৪,৩,২ তারে বাজায় নিচে নামতে হবে। ১ নাম্বার তারে আসার সময় ১,২ ফ্রেটের সাথে ৩ নাম্বার ফ্রেট যুক্ত হবে ৩ নাম্বার আঙ্গুলের সাহায্য ডাউন স্ট্রোক করতে হবে। ১,২,৩ স্ট্রোক করে ২,৩,৪,৫ নাম্বার তার পর্যন্ত অনুশীলন করতে হবে। ৬ নাম্বার তারে ১,২,৩ নাম্বার ফ্রেট বাজানোর সময় ৪ নাম্বার ফ্রেট যুক্ত করতে হবে ৪ নাম্বার আঙ্গুলের দ্বারা আপ স্ট্রোক করে। এবার ১,২,৩,৪ ডাউন আপ ডাউন আপ পিকিং করে ৫,৪,৩,২,১ নাম্বারে বাজিয়ে নামতে হবে। বেসিক গিটার শেখার ফিঙ্গারিং প্রাকটিসের জন্য এটি অনেক কার্যকরী ও সহজ এক্সারসাইজ।

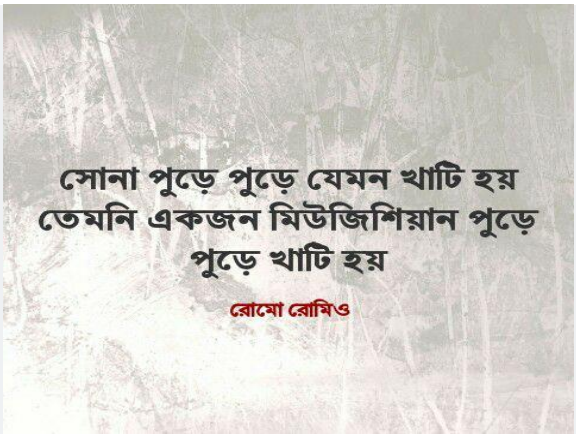

গিটারের অঙ্গ-প্রতঙ্গের কিছু শব্দের সংক্ষিত বর্ণনা

বিগিনাররা বেসিক গিটার শেখার জন্য প্রথম ধাপে অনেক নিয়মকানুন শিখে থাকে। এর মধ্যে গিটারের অনেক গুরুত্ব্পূর্ণ। গিটারের ভাষাগুলো ইংরেজীতে যে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে বাংলায় প্রকাশ করলে শুনতে অদ্ভুত লাগে। গিটারের সাথে ব্যবহৃত শব্দগুলো সম্পর্কে জানতে হবে যথাযথ ভাবে। এই শব্দগুলো কোন মিউজিশিয়ান বা গিটার সম্পর্কিত কারো সাথে কথার বলার সময় কথার মাঝে ব্যবহার হয়ে থাকে। গিটারের অঙ্গ-প্রতঙ্গের কিছু শব্দের সংক্ষিত বর্ণনা আলোচনা করা হলো।

Body : গিটারের মধ্যে গিটার বডি হলো প্রধান অংশ। গিটারের অনেক কিছু বডির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। যেমন Bridge, pickup, Saddle ইত্যাদি ।

Bridge : তারের উচু-নিচু ব্যালেন্সের জন্য ব্রিজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গিটারের স্ট্রিংয়ের নিচে ও বডির মধ্যে অবস্থান করে ব্রিজ।

Pickup : পিকআপ হলো তারের মধ্যে চুম্বক পেচানো একটি জিনিস। যখন তারে শব্দ ভাইব্রেট করে তখন পিকআপ সাউন্ড ট্রান্সফার করে ইলেকট্রিক সিগন্যালের সাহায্য এ্যাম্পপ্লিফায়ারে বাজে। বিভিন্ন গিটারে বিভিন্ন রকম পিকআপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Neck : গিটারের ঘাড়। হেডস্টোকের সাথে লম্বা একটি অংশ গিটারের বডি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। নেকের অপরদিকে ফ্রেডবোর্ড থাকে।

Volume : গিটারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভলিওম নব থাকে। যেমন Tone, Bass, Trible । এগুলো দ্বারা গিটারের সাউন্ডের ফ্রিকুয়েন্সী কমাবাড়া করা হয় এ্যাম্পের সাহায্য ।

Fretboard : ফ্রেটবোর্ডের অপর নাম ফিঙ্গারবোর্ড। যেখানে তোমার আঙ্গুল চেপে স্ট্রিংয়ে স্ট্রোক করে বিভিন্ন নোট বাজানো হয়। ফ্রেটবোর্ড কাঠের তৈরি।

Fret : একটা স্ট্যান্ডার্ড গিটারে ২৪টা ফ্রেট থাকে। প্রতিটি ফ্রেটের সাউন্ড ভিন্ন ভিন্ন । প্রতিটি ফ্রেটে একটা করে নোটের নাম রয়েছে।

Tuning key : হেডস্টোকের মধ্যে ৬ টি চাবির মত রয়েছে। এগুলো ঘুরিয়ে গিটার টিউন করতে হয়। এই চাবিগুলোকে টিউনিং কি বলা হয়।

Headstock : এটি হলো গিটারের মাথা। হেডস্টোকে গিটার টিউন করার জন্য ছয়টি টিউনিং কি রয়েছে। এছাড়া লম্বা একটি নেক হেডস্টোকের সাথে বডি সংযুক্ত করেছে ।

Sound hole : এ্যাকুস্টিক গিটারে বডির মধ্যে গোল করে কিছু অংশ বড় ছিদ্র রয়েছে। একে সাউন্ড হোল বলা হয়। সাউন্ডহোল থাকার কারনে এ্যাকুস্টিক গিটারে স্ট্র্যামিং করলে জোড়ে শোনা যায়। ইলেকট্রিক গিটারে সাউনন্ডহোল নেই।

ট্যালেন্ট গিটারিষ্ট হওয়ার কিছু কৌশল

♠♠ দুইটি পদ্ধতিতে গিটার শিখবে। প্রথমটি হলো ভালো একজন সিনিয়র লিড গিটারিষ্টের কাছে শিখবে অথবা একাডেমীতে। দ্বিতীয়টি হলো নিজে কাছে নিজে শিখবে।

♠♠ তোমার কাছে যদি একটা নিজের এ্যাকুস্টিক গিটার থাকে তবে তাকে ঘরে বন্দী করে রেখে দাও এবং বাজাবেও না। পরিচিত বন্ধুদের কাছে গিটার ধার নাও কয়েকদিনের জন্য। প্রাকটিস করো সেটি দিয়ে। এতে বিভিন্ন নতুন নতুন গিটারের সাথে পরিচিত হবে। বিভিন্ন ফ্রেটবোর্ডের সাথে তোমার হাতের সম্পর্ক তৈরি হবে ।

♠♠ বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় কিছুদিন করে আড্ডা দাও যেখানে গিটার নিয়ে গান বাজনা হয়। তাদের বন্ধু হও। তারা কি গান করে কিভাবে গায় সব মিউজিক্যাল আচরনগুলো লক্ষ্য রাখবে।

♠♠ কনসার্টে যাও মন লাগিয়ে উপভোগ করো। স্টেজে সাউন্ড ব্যালেন্স থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখো। মিউজিশিয়ানরা কি বাজায়, কি করে তাদের প্লেয়িং স্ট্যাইল, কথা বলার ধরন সবকিছু খেয়াল করবে।

♠️ বিভিন্ন লিড গিটারিষ্টের সাথে পরিচয় হও। যারা গিটার শিখছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো। যার কাছে যেমন লেসন পাও শিখে নাও প্রাকটিস করো।

♠️ ব্যান্ডের প্রাকটিস রুমে যাওয়ার চেষ্টা করো। দারুণ উৎসাহ বাড়বে তোমার।
অনেক কিছু শিখতে পারবে সেখানে।

♠️ ইউটিউবে বিভিন্ন লিজেন্ডারী গিটারিষ্টের টিউটোরিয়াল দেখো। তোমার প্রয়োজনীয় কিছু সেখান থেকে শেখো এবং নিজেকে শেখাও।

গিটারের পাশাপাশি Genre সম্পর্কে জানা উচিত

Genre এর বাংলা প্রতিশব্দ ঘরানা। সাধারন অর্থে সংগীতের বিভিন্ন ধারা বা স্বাদই হলো জনার। যেমন ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক এক প্রকার জনার। এরকম পপ,রক,জ্যাজ,ব্লুজ ইত্যাদি জনারের নিজস্ব একটা করে স্বাদ রয়েছে। জনারের সাথে ইন্সট্রুমেন্টের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ক্ল্যাসিক্যাল জনারে তবলা,সেতার,হারমোনিআম ব্যবহার হচ্ছে। এখানে মেটাল গিটার ব্যবহার করার নিয়ম নেই। যদি এরুপ কিছু ঘটে তাহলে এক্সপ্রেরিমেন্টাল মিউজিক হয়ে যাবে।

#Rock : রক একটি জনপ্রিয় জনার। মিউজিক জগতে অধিকাংশ গান রক জনারের অন্তরভুক্ত। এই জনারের মধ্যে উচ্ছাস উদ্দীপনা থাকে। গিটার,কিবোর্ড, ড্রামস্,বেজ ইন্সট্রুমেন্ট এই জনারের প্রধান যন্ত্র । রক জনারের মধ্যে অনেকগুলো শ্রেণীকরন রয়েছে। যেমন Melo Rock, Hard Rock, Progressive Rock ইত্যাদি

#Pop : পপ এক প্রকার ফ্যাঙ্কি জনার। চটপটে,উৎফুল্লতা অথবা আবার কখনো মান আভিমানের অনুভূতি প্রকাশ করে এই জনারে। দুরন্ত,খেয়ালিপনা, উদাসী অনুভবের মধ্যে beaten হয়ে থাকে গানগুলো।

#Blues : ব্লুজ এক প্রকার ঘোর,এক প্রকার উন্মাদনা,এক ধরনের মাতাল সুর। শরীরের মধ্যে এক প্রকার swing খেলা করে ব্লুজ জনার বাজানোর সময়। পাশ্চাত্য দেশ গুলোতে ব্লুজ অনেক জনপ্রিয় জনার।

#Classical : ক্ল্যাসিক্যাল জনার একটি শক্তিশালী জনার। এই জনার ভেঙ্গে ভেঙ্গে অনেক জনারের উৎপত্তি হয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল জনারের মূল ইন্সট্রুমেন্টস্ হলো তবলা, বাশী, সেতার, হারমোনিআম,তানপুরা ইত্যাদি ।

#Metal : মেটাল হলো Progressive metal, Black metal, Trash metal, Death metal ইত্যাদি জনার। Distortion গিটার হলো এই জনারের মূল বৈশিষ্ট।হিংসা, ঘৃণা, ক্ষোভ , লোভ, সমাজ, অন্যায় অত্যাচার ইত্যাদির অনুভূতি এই জনারে প্রকাশ করে গানের লিরিক্সে, মিউজিক কম্পোজিশনে।

ভালো গিটার বাজানোর অনেক পিকিং লেসন অনুশীলন করা প্রয়োজন

ফিঙ্গারিং অনুশীলনের সাথে সাথে পিকিং প্রাকটিস করাটাও অত্যাবশ্যক। কারন তুমি বামহাতের অনুশীলন দ্বারা শুধু ভালো গিটার বাজাতে পারোনা। তোমার বামহাতের টেকনিক্যাল কাজগুলোকে সাহায্যে করবে তোমার পিকিং হ্যান্ড অর্থাৎ ডানহাত। ডানহাতের পিকিং কন্ট্রোলে তোমার বামহাতের ফ্রেট্রেট হ্যান্ড কাজ করবে। অর্থাৎ ভালো গিটার বাজানোর জন্য তোমার উভয় হাতের যথাযথ অনুশীলন দরকার ।

পিকিং লেসন : তোমার বামহাত ফাকা থাকবে। ফ্রেডবোর্ডে কিছু ধরতে হবেনা। গিটারের সবগুলো স্টিং ওপেন থাকবে। লেখার সময় বা চিত্রে কোন নোটের ওপর যদি ° এই ড্রিগ্রির প্রতীক থাকে তাহলে ঐ তারকে ওপেন স্ট্রিং মনে করতে হবে। যেমন A° মানে ৫ নাম্বার A ওপেন স্ট্রিংকে বোঝানো হয়েছে।

এবার ৬ নাম্বার তারে ডাউন স্ট্রোক করো এবং ১ নাম্বার তারে আপ স্ট্রোক করো। তারপর ৫ নাম্বার তারে ডাউন স্ট্রোক করো এবং ২ নাম্বার তারে আপ স্ট্রোক করো। এবার ৪ নাম্বার তারে ডাউন স্ট্রোক করো এবং ৩ নাম্বার তারে আপ স্ট্রোক করো। এভাবে ওপেন স্ট্রিং গুলোতে ৬-১, ৫-২,৪-৩ ডাউন আপ পিকিং করে অনুশীলন করো যতক্ষণ পারো। এই অনুশীলনটি তোমার স্ট্রিং স্কিপিং এবং প্ল্যাকিং প্রাকটিসের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

পিকিংয়ের জড়তা কাটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন

রিদম থেকে লিডে যাওয়ার সময় নোট ভূল হয়ে যায়, টাইমিং ঠিকমত হয়না,তাল কেটে যায়,রিদম শেষ না হতেই লিডে যাওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রথম প্রথম। কিন্তু এ সমস্যা কোন সমস্যাই না যদি ঠিকমত আরো কিছু ভালো ভালো লেসন অনুশীলন করা হয়। প্রাকটিসের শেষ নেই প্রাকটিসের বিকল্প নেই। যতবেশি গুরূত্বপূর্ণ লেসনগুলো মনোযোগ দিয়ে অনুশীলন করা যাবে ততো বেশি নিজের প্রতি কনফিডেন্ট বাড়বে ও ভালো গিটার বাজানোর জন্য দক্ষতা হয়ে উঠবে। কিছু অনুশীলন আছে যেসব প্রাকটিস করলে খুব দ্রুত ভালো ফল পাওয়া যায়।

লেসন : ৬ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক। এবার ১ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক।

তারপর ৬ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক। এবার ২ নাম্বার স্ট্রিংয়ে ৫ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক,৭ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৮ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক।

তারপর আবার ৬ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক। এবার ৩ নাম্বার স্ট্রিংয়ে ৯ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক,১১ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ১২ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক।

তারপর ৬ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক। এবার ৪ নাম্বার স্ট্রিংয়ে ২ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক,৪ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৫ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক।

তারপর ৬ নাম্বার তারে ওপেন স্ট্রিংয়ে ডাউন স্ট্রোক,২ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ৩ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক। এবার ৫ নাম্বার স্ট্রিংয়ে ৭ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক,৯ নাম্বার ফ্রেটে আপ স্ট্রোক , ১০ নাম্বার ফ্রেটে ডাউন স্ট্রোক।

সূত্র : ৬ নাম্বার তারের E F# G নোটগুলো অন্যান্য প্রতিটি স্টিংয়ের E F# G নোটগুলোকে কেন্দ্র করে অনুশীলনটি করতে হবে।

গিটার অনুশীলন করার পাশাপাশি বিভিন্ন বাণী অনেক অনুপ্রেরণা দেয়

• সুর মানেই যে গান তা কিন্তু নয়। সুর মানে শব্দ। যেমন গিটারের শব্দ, ভায়োলিনের শব্দ, পিয়ানোর শব্দ,গানের শব্দ

• জীব ও জড় পদার্থের মধ্যে কি অদ্ভূত ভালবাসা। তুমি গিটারকে ভালবাসা/আবেগ দাও গিটার তোমাকে মিষ্টিসুর দেয়।

• এ্যাকুষ্টিক গিটার কখনো পানিতে ডুবে না,সুর সাগরে ভেসে চলে। পাথর ডুবে যায়।

• তুমি যত তোমার গিটার প্লেয়িং প্রোগ্রেস করতে থাকো সেই সাথে তোমার চিন্তা ভাবনা ততো বাড়তে থাকে" ! অর্থাৎ গিটার তোমার এমন একজন বন্ধু যে তোমাকে বুদ্ধিমান করে তুলবে...

• গিটার শেখার প্রাথমিক পর্যায়ের লেসন গুলো প্রাকটিস করতে করতে তোমার বোরিং লাগবে। অনেক কঠিন ভেবে অনেকে এই পর্যায়ে গিটার বাজানো ছেড়ে দেয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ের লেসন গুলোর সাথে তুমি বেসিক তিনটি সহজ কর্ড (যেমন D A G) শিখে ফেলো। এই তিনটি কর্ড দিয়ে অনেক গান বাজানো শুনে তুমি ভীষন আনন্দিত হবে এবং এই আনন্দে তুমি আরো নতুন কিছু শিখতে চাইবে।

• আমার কাছে একটা কিউট মেয়ের হাসির চেয়ে একটা মনমরা হয়ে গিটার বাজানো মুখ অনেক পছন্দ ।

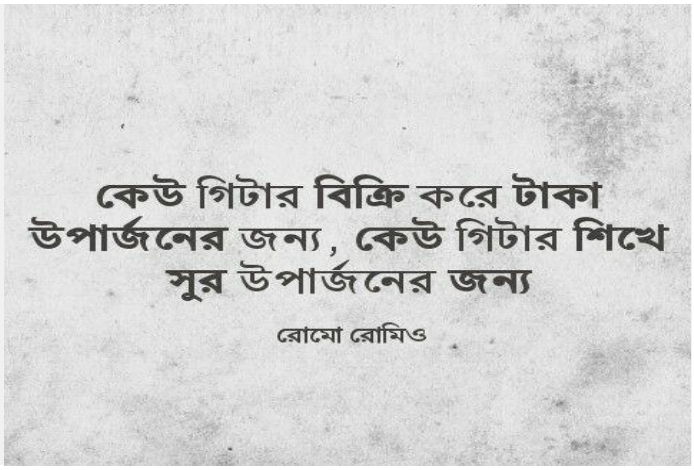

ছোট্ট একটি Arpeggio প্রাকটিসের দ্বারা তুমি দ্রতগামী হতে পারো

তুমি যে যন্ত্র দিয়ে প্রতিদিন প্রাকটিস করছো তার নাম গিটার । দৈনন্দিন গিটার প্রাকটিস করার ফলে তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হতে চলেছো। প্রতিদিন নিত্য নতুন জিনিস শিখছো। নতুন নতুন অনুশীলনের সাথে পরিচয় হচ্ছো। সেখান থেকে অনেকগুলি প্রাকটিসের জন্য ভালো আবার কিছু সংখ্যক জ্ঞান বাড়িয়ে তোলে। গিটার কৌশলী যন্ত্র। বিভিন্ন কৌশল দ্বারা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছো। কিছু অনুশীলন কিছু কৌশল দ্বারা দ্বারা তুমি দ্রুতগামী গিটারিষ্ট হতে পারো। তোমার প্রাকটিস, টেকনিকস্ ও বুদ্ধির দ্বারা তুমি দক্ষতা অর্জন করতে পারো।

অনুশীলন : একদুইতিন একদুইতিন একদুইতিন করে প্রাকটিসটি করতে হবে। প্রথম একদুইতিন তিন হলো, ৬ নাম্বার স্টিংয়ের তিন নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক,৫ নাম্বার স্টিংয়ের দুই নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক এবং ৫ নাম্বার স্টিংয়ের পাচ নাম্বার ফ্রেটে আপস্ট্রোক ।

এবার, দ্বিতীয় একদুইতিন তিন হলো, ৪ নাম্বার স্টিংয়ের পাচ নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক,৩ নাম্বার স্টিংয়ের চার নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক এবং ৩ নাম্বার স্টিংয়ের সাত নাম্বার ফ্রেটে আপস্ট্রোক।

শেষের একদুইতিন তিন হলো, ২ নাম্বার স্টিংয়ের আট নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক,১ নাম্বার স্টিংয়ের সাত নাম্বার ফ্রেটে ডাউনস্ট্রোক এবং ১ নাম্বার স্টিংয়ের দশ নাম্বার ফ্রেটে আপস্ট্রোক ।

সূত্র : এই প্রাকটিস টি রিভার্স প্রাকটিস করতে হবে অর্থাৎ যেভাবে প্রাকটিস করেছো তার উল্টো । এটি একটি আরপিজিও, G মেজর আরপিজিও। G মেজরের আরপিজিও নোটগুলো হলো GBD .

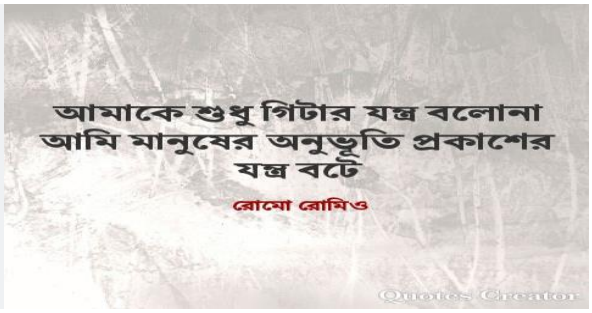

বাংলায় Chromatic স্কেলের স্বরগুলো ও স্বর পরিচিতি

বাংলায় ক্রোমেটিক মিউজিক স্বরগুলো হলো স ঋ র জ্ঞ গ ম ক্ষ্মা প দ ধ ণ ন র্স। এখানে সাতটি স্বর শুদ্ধ এবং বাকি পাচটি স্বর অশুদ্ধ/বিকৃত/কোমল।

স = শুদ্ধ সা
ঋ = কোমল রে
রে = শুদ্ধ রে
জ্ঞ = কোমল গা
গ = শুদ্ধ গা
ম = শুদ্ধ মা
ক্ষ্ম = করিমা
প = শুদ্ধ পা
দ = কোমল ধা
ধ = শুদ্ধ ধা
ণ = কোমল নি
নি = শুদ্ধ নি

শুদ্ধ স্বর : শুদ্ধ স্বরগুলো হলো স র গ ম প ধ ন । অর্থাৎ সা রে গা মা পা ধা নি। শুদ্ধ স্বর মোট সাতটি। আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে ষড়জ,ঋষভ, প্রভৃতি শুদ্ধ স্বর কে লেখা হয় স র গ ম প ধ ন । কিন্তু উচ্চারন করা হয় সা রে গা মা পা ধা নি বলে । বেসিক মেজর স্কেল(রাগ বিলাবল) এই স্বরগুলোর চিহ্ন।

বিকৃত বা কোমল : স্বর ঋ জ্ঞ ক্ষ্ম দ ণ এই পাঁচটি স্বরকে বলা হয় বিকৃত বা কোমল। বেসিক মেজর স্কেল(রাগ বিলাবল) বাদে অন্যান্য স্কেলগুলোতে, মাইনর স্কেলে এই স্বরগুলো ব্যবহার হয়।

শুদ্ধ স্বর মোট সাতটি। বিকৃত বা কোমল স্বর মোট পাচটি। শুদ্ধ স্বর ও কোমল স্বর মিলে ক্রোমেটিকের স্কেলের গঠন। এই ১২টি স্বর মিলেই সব রাগ রাগিণীর উৎপন্ন ।

আঙ্গুলের শেপ প্রশস্ত করার অনুশীলন (Wider Arpeggios Fingering)

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্রেডবোর্ডে আঙ্গুল বসানো নিয়ে সমস্যা হয়। ১ ও ২ নাম্বার আঙ্গুল ফ্রেডবোর্ডে সহজে বসে যায় কিন্তু ৩ ও ৪ নাম্বার আঙ্গুল সহজে আসতে চায় না বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হাতের আঙ্গুল বড় থাকলে অনেকের এই সমস্যায় পড়তে হয়না। প্রাকটিসের সাহায্য আঙ্গুলের শেপ বড় করা যায় এবং দূরের নোটের দূরত্ববর্তী সমস্যা সমাধান করা যায়।

অনুশীলন ৬ নাম্বার তারের তিন নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে ডাউনস্ট্রোক,৬ নাম্বার তারের সাত নাম্বার ফ্রেটে চার নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে আপস্ট্রোক,৫ নাম্বার তারের পাঁচ নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে ডাউনস্ট্রোক ।

এবার, ৫ নাম্বার তারের তিন নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে ডাউনস্ট্রোক,৫ নাম্বার তারের সাত নাম্বার ফ্রেটে চার নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে আপস্ট্রোক,৪ নাম্বার তারের পাঁচ নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল দিয়ে ডাউনস্ট্রোক ।

সূত্র : এটি একটি আরপিজিও টেকনিকস্। এই প্রাকটিসের প্রথম প্যাটার্নটা ছিল G মেজর আরপিজিও। G মেজরের আরপিজিও নোটগুলো হলো GBD এবং পরের প্যাটার্নটি ছিল C আরপিজিও টেকনিকস্ C মেজরের আরপিজিও নোটগুলো হলো CEG ।

গিটারের ফ্রেডবোর্ডের সমস্ত E নোটগুলো

স্ট্যান্ডার্ড গিটারের টিউনিং হলো E A D G B E। অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড গিটার E তে টিউন করা হয়। ফ্রের্ডবোর্ডের নোটস্ গুলো দ্রুত মুখস্ত করতে পারলে ভালো গিটার বাজানো অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব। অনেকে গিটার বাজাতেই ফ্রেডবোর্ডের নোটস মুখস্ত হয়ে যায়। অনেকেই চার্ট করে,গুনে গুনে বিভিন্ন কৌশল দ্বারা নোটস্ গুলি মুখস্থ করে। অথবা নিজের কয়েকটি ভালো লাগা নোটস মুখস্থ থাকলে বাকিগুলো পরে এমনি মুখস্ত হয়ে যায়।

কোন স্ট্রিংয়ের কোন ফ্রেটে E নোট : ৬ নাম্বার ওপেন স্ট্রিং E। ৬ নাম্বার স্ট্রিংয়ের নাম্বার ফ্রেটে E নোট। ৬ নাম্বার স্ট্রিংয়ের চব্বিশ নাম্বার ফ্রেটে E নোট।

৫ নাম্বার স্ট্রিংয়ের সাত নাম্বার ফ্রেটে E নোট। ৫ নাম্বার স্ট্রিংয়ের উনিশ নাম্বার ফ্রেটে E নোট।

৪ নাম্বার স্ট্রিংয়ের নাম্বার ফ্রেটে E নোট। ৪ নাম্বার স্ট্রিংয়ের চৌদ্দ নাম্বার ফ্রেটে E নোট।

৩ নাম্বার স্ট্রিংয়ের নয় নাম্বার ফ্রেটে E নোট। ৩ নাম্বার স্ট্রিংয়ের একুশ নাম্বার ফ্রেটে E নোট।

২ নাম্বার স্ট্রিংয়ের নাম্বার পাঁচ ফ্রেটে E নোট। ২ নাম্বার স্ট্রিংয়ের সতেরো নাম্বার ফ্রেটে E নোট।

১ নাম্বার ওপেন স্ট্রিং E। ১ নাম্বার স্ট্রিংয়ের নাম্বার ফ্রেটে E নোট। ১ নাম্বার স্ট্রিংয়ের চব্বিশ নাম্বার ফ্রেটে E নোট। সবমিলিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ট গিটারে মোট ১৪টি E নোট রয়েছে।

A Minor স্কেলের নোটগুলোর কর্ডগুলো

A মাইনর স্কেলটি খুব কার্যকরী একটি স্কেল। তেমনি A মাইনর কর্ডটি একটি কার্যকরী কর্ড। A মাইনর কর্ডটির একই রকম কর্ড হলো C মেজর। অর্থাৎ A মাইনর স্কেলের নোটগুলো এবং C মেজর স্কেলের নোটগুলো একই। এই কর্ড দিয়ে অনেক সুন্দর গান কম্পোজ-করা যায় যেমন, তেমনি এই কর্ডের স্কেল দিয়ে ইম্প্রোভাইজ করা যায়। A মাইনর স্কেলের নোটগুলো হলো A B C D E F G । A minor কর্ডের Triads গুলো হলো ACE। A মাইনর স্কেলের নোটগুলোর কর্ডগুলো হলো :

• A minor
• B diminished
• C Major
• D minor
• E minor
• F major
• G major

গিটার প্রাকটিস করতে করতে বোরিং হলে করণীয়

ভ্রমণ করো : দীর্ঘক্ষণ গিটার বাজাতে বাজাতে কখনো অলস লাগে,কখনো বোরিং লাগে। বোরিংনেস কাটানোর জন্য ভ্রমণ করলে ভালো রিফ্রেসমেন্ট পাওয়া যাবে।

খাও : গিটার বাজানোর জন্য অনেক এনার্জির প্রয়োজন। ভালো খাবার খেলে মন উৎফুল্ল থাকে। অলসতা কেটে গিয়ে প্রাকটিসে মনোযোগ বসে।

ইন্সট্রুমেন্টাল শোনো : বিরক্তি ভাব কাটাতে মেলডি ভালো সাহায্য করে। বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্টাল শোনো। এতে মনোযোগী হবে এবং আগ্রহ বাড়বে।

মেডিটেশন করো : মেডিটেশন করলে আত্মশুদ্ধি হয়। মনের ভয়,জড়তা কেটে যায়। প্রকৃতির শক্তি দেহে প্রবেশ করে। তুমি যখনতখন যেভাবে ইচ্ছে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে।

ধর্মচর্চা : ধর্মচর্চার বিকল্প নেই। মনের সকল স্বপ্ন,চাহিদা ,আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে প্রভু । প্রভু সন্তুষ্ট

না থাকলে কখনো ইচ্ছে পূরন হয়না,সাফল্যতা অর্জন করা যায়না। এছাড়া সংগীত হলো সাধনার জিনিস । ধ্যানসাধনে ঈশ্বর লুকিয়ে থাকে। ধর্মচর্চা করলে মন ভালো থাকে। কোন প্রকার বোরিংনেস থাকেনা।

দুই নাম্বার স্ট্রিংয়ে C major স্কেল

প্রতিটি ফ্রেটে C নোটটি রয়েছে। ২ নাম্বার স্ট্রিংয়ের এক নাম্বার ফ্রেট হলো C। তোমাকে অবশ্যই একটি তারের সারগাম শিখতে হবে। এর ফলে তুমি সেতার স্টাইলে,একতারা/দোতারা স্টাইলে, স্লাইডিং গিটার স্টাইলে গিটার বাজাতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।

C একটি কমন নোট। C মেজর স্কেল C মেজর কর্ড অনেক কার্যকরী। গিটারের স্ট্যান্ডার্ড টিউন বা নোট E থেকে শুরু হয় তেমনি হারমোনিআম,পিয়ানো তে C থেকে নোট শুরু হয়।

C মেজর স্কেল এই অনুশীলনটি হলো ২ নাম্বার স্ট্রিংয়ে সারেগামাপাধানির্সা। ২ নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট হলো সা,২ নাম্বার তারের তিন নাম্বার ফ্রেট হলো রে, ২ নাম্বার তারের পাঁচ নাম্বার ফ্রেট হলো গা,। ২ নাম্বার তারের ছয় নাম্বার ফ্রেট হলো মা, ২ নাম্বার তারের আট নাম্বার ফ্রেট হলো পা,২ নাম্বার তারের দশ নাম্বার ফ্রেট হলো ধা,২ নাম্বার তারের বারো নাম্বার ফ্রেট হলো নি,২ নাম্বার তারের তেরো নাম্বার ফ্রেট হলো র্সা ।

লিড গিটার, রিদম গিটার ও ইলেকট্রিক গিটার কি ?

লিড গিটার : লিড এর ইংরেজি রূপ হলো Lead। যে লিড গিটার বাজায় তাকে লিড গিটারিষ্ট বলা হয়। লিড এর আরেকটি নাম হলো সলো (Solo)। কতগুলো নোট নিয়ে একটি সলো তৈরি হয়। সলো এক প্রকার সুরের মতই। একটা গানের যেমন সুর রয়েছে তেমনি একটা সলোর সুর রয়েছে। যে যেভাবে তার সলোর নোট গুলো সাজায় তার সলো সেই রুপ সুর আকার ধারন করে।

রিদম গিটার : রিদম এর ইংরেজি রূপ হলো Rhythm। যে রিদম গিটার বাজায় তাকে রিদম গিটারিষ্ট বলা হয়। বেসিক্যালি রিদম গিটারিষ্টরা একটা সম্পূর্ণ গানের রিদম বাজিয়ে থাকে অর্থাৎ স্ট্র্যামিং করে। এছাড়া ষ্ট্র্যামিংয়ের পাশাপাশি প্ল্যাকিং করে, ছোট ছোট কাউন্টার লিড প্লে করে। একজন রিদমার সম্পূর্ণ গানের সাপোর্ট দেয় তার কর্ড প্রোগ্রেশনের সাহায্য । অর্থাৎ একজন

রিদম গিটারিষ্ট ভালো ব্যাক গিটারিষ্ট।

ইলেকট্রিক গিটার : তুমি কাঠের তৈরি যে গিটারটি বাজাও তাকে Wooden guitar, Acoustic guitar বা Spanish guitar বলে। এ্যাকুষ্টিক গিটারের বডি মোটা থাকে। বডির সাউন্ড হোল উন্মুক্ত থাকে যার সাহায্য সাউন্ড বের হয়। ইলেকট্রিক গিটারে সাউন্ড হোল নেই। সাউন্ড হোলের মুখটি বন্ধ থাকে এবং সেখানে পিক আপ থাকে। পিক আপটি লাইন আউট হয়ে ক্যাবেলের সাহায্য এ্যাম্প্লিফায়ারে লাইন ইন হয়। এবং এ্যাম্পের সাহায্য আমরা ইলেকট্রিক গিটারের সাউন্ড শুনতে পাই। কনসার্টের স্টেজে ম্যাক্সিমাম সময়ে ইলেকট্রিক গিটার বাজানো হয়।

গিটার বা মিউজিক সম্পর্কিত বাণী তোমার মিউজিক জ্ঞান বৃদ্ধি করবে

♠️ রাত দুই প্রকার। অর্ধেক মাস পূর্ণিমার রাত এবং অর্ধেক মাস অমাবস্যার। পূর্ণিমার রাত আনন্দের গল্প, গিটার বাজিয়ে গান গাওয়ার রাত। অমাবস্যা রাত শুধুই প্রাকটিসের

♠️ তুমি যদি না জেনে-বুঝে গিটার প্রাকটিস করো তাহলে তুমি কেবল শক্তির অপচয় করছো। তোমার অনুশীলনের পাশাপাশি মিউজিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করো

♠️ Good night বলা মানেই ঘুমিয়ে যাওয়া না। Good night বলা মানে বন্ধুর কাছে বিদায় বলে গিটার নিয়ে বসা

♠️ কেউ গিটার বিক্রি করে টাকা উপার্জনের জন্য, কেউ গিটার শিখে সুর উপার্জনের জন্য ।

♠️ মানুষের দ্বারা কখনো ‘গিটার’ আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ ঈশ্বরের দেয়া চিন্তা !

♠️ সকালে আমার গিটারের নাস্তা হলো কিছু প্ল্যাকিং, দুই-একটা আরপিজিও, একটা সফট্ স্ট্র্যামিংয়ের সাথে মেলডি কর্ড প্রোগ্রেশন ও একটা পুরোনো দিনের গান।

গিটারের ফ্রেডবোর্ড থিওরি

তুমি যদি ফ্রেডবোর্ড সম্পর্কে জানো, ফ্রেডবোর্ডের কোথায় কোন নোট রয়েছে জানো অবশ্যই তুমি ভাল কিছু করতে পারবে। তুমি যদি সত্যিই মিউজিক নিয়ে ইম্প্রোভাইজ করতে চাও, ইম্প্রোভাইজের স্কিল বাড়াতে চাও তাহলে ফ্রেডবোর্ড সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো। ফ্রেডবোর্ড সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে তুমি স্বাধীনভাবে তোমার গিটারের ফ্রেডবোর্ডের ফ্রেটে ফ্রেটে ঘোরাঘুরি করতে পারবে।

ওপেন নোট : ফ্রেটবোর্ডের কোন বারে হাত না বসিয়ে বিনা বাধায় উন্মুক্ত স্টিংগুলোকে ওপেন স্ট্রিং বলে। ওপেন স্ট্রিং গুলো টিউনিং নোটস হিসেবে সজ্জিত থাকে।

বার মুখস্ত : ওপেন স্ট্রিংয়ের পর থেকে ফ্রেট শুরু হয়। ফ্রেটের অপর নাম বার। এক নাম্বার ফ্রেটে ছয়টি নোটস রয়েছে। যেমন ছয় নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট F, পাঁচ নাম্বার তারের দুই নাম্বার ফ্রেট A#, চার নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট D#, তিন নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট G#, দুই নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট C এবং এক নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট F। প্রতিটি বারের নোটগুলো আলাদা । এভাবে বার হিসেব করে প্রাকটিস করেও গিটার শেখা অনেক সহজ হবে।

ফ্রেট : একটি স্ট্যান্ডার্ড গিটারে ২৪টি ফ্রেড থাকে। ২৪টি ফ্রেড নিয়ে সম্পূর্ণ একটি ফ্রেডবোর্ড। ফ্রেডবোর্ডের প্রতিটি ফ্রেডে পৃথক পৃথক সাউন্ড রয়েছে। এই সাউন্ড গুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যেমন A,B,C,D ইত্যাদি। এই রকম ১২টি নোট রয়েছে গিটারে। এই বারোটি নোট দিয়ে সম্পূর্ণ ফ্রেডবোর্ড সাজানো।

সিঙ্গেল নোট : প্রথমে তুমি যেকোন একটি নোটের নাম জানো। যেমন ধরো E। এবার তুমি গুনে গুনে অথবা এক্সারসাইজের সাহায্য গিটারের সমস্ত E নোটগুলো চিহ্নিত করো। এভাবে বিভিন্ন নোট নিয়ে চর্চা করতে থাকলে একসময় নোটগুলোর সাউন্ড কানে বসে যাবে এবং নোট সম্পর্কে আইডিয়া হবে ও ফ্রেডবোর্ড মুখস্ত হয়ে যাবে।

ফ্রেডবোর্ড চার্ট : ইন্টারনেট থেকে ফ্রেডবোর্ডের চার্ট প্রিন্ট করো অনেকগুলি । প্রাকটিসেস সময় চার্টটি পাশে রাখো, যখন ইচ্ছে চোখ বুলাও। কোথায় কত নাম্বার ফ্রেট রয়েছে গুনে গুনে বের করো, মেমোরাইজ করো। এভাবে মনোযোগ দিয়ে গিটারের ফ্রেডবোর্ড নিয়ে গবেষণা করতে থাকলে তুমি ফ্রেডবোর্ড নিয়ে দক্ষতা অর্জন করবে ও গিটার অনেক সহজ হয়ে যাবে তোমার কাছে।

গিটার নলেজ বাড়ানোর জন্য কুইজ

১/ একটি স্ট্যান্ডার্ড এ্যাকুষ্টিক গিটারে কতটি স্ট্রিং থাকে ?

ক) ৪টি
খ) ৫টি
গ) ৬টি
ঘ) ৭টি

২) ডানহাতে যে ছোট বস্ত দিয়ে গিটার বাজানো হয় তার নাম কি ?

ক) পিক
খ) টিউনার
গ) প্রসেসর
ঘ) এ্যাম্প

৩/ একটি এ্যাকুষ্টিক গিটারের টিউনিং কি কয়টি ?

ক) ৫ টি
খ) ৬ টি
গ) ৭ টি
ঘ) ৮ টি

৪/ Note এর বাংলা প্রতিশব্দ কি ?

ক) নোট
খ) গান
গ) স্বর
ঘ) সুর

৫) Rhythm এর বাংলা প্রতিশব্দ কি ?

ক) তাল
খ) লয়
গ) মাত্রা
ঘ) অষ্টক

৬) বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী ‘জেমস’ এর জন্ম কোথায় ?

ক) পাবনা
খ) ঢাকা
গ) ভোলা
ঘ) নওগা

৭/ লিজেন্ডারী গিটারিষ্ট ‘স্টিভ ভাই’ এর জন্ম কত সালে ?

ক) ১৯৬০ সালে
খ) ১৯৬১ সালে
গ) ১৯৬২ সালে
ঘ) ১৯৬৩ সালে

৮) জন প্রেটুসি কোন ব্যান্ডের লিড গিটারিষ্ট ?

ক) ড্রিম থিয়েটার
খ) পিঙ্ক ফ্লোয়েড
গ) স্কোরপিয়নস
ঘ) মেটালিকা

৯) মার্টি ফ্রাইডম্যান কোন ব্যান্ডের গিটারিষ্ট ছিলেন ?

ক) আইরন মেডেন
খ) গানস্ এন্ড রোজেস্

গ) কুইন
ঘ) মেগা ডেটথ্

১০/ ভালো গিটার বাজানোর জন্য কি প্রয়োজন ?

ক) মিউজিক থিওরি শেখা
খ) মিউজিক স্টোরি শেখা
গ) গান শোনা
ঘ) কনসার্ট দেখা

ভিতরের শক্তি কাজে লাগিয়ে গিটার বাজাও

♠️♠ সঠিক জায়গায় পৌছানো হলো নিজের মেধার ফল, অনুশীলনের ফল। এগিয়ে যেতে হলে ধৈর্য সহকারে অনুশীলন করো।

♠️♠ তুমি অনেক ভালো কিছু করতে চাও, ভালো গিটার বাজাতে চাও। এই চাওয়া তোমাকে উদ্‌বুদ্ধ করবে। ভাল ভাবে তুমি তোমার লেসনগুলো পাঠ করতে পারবে।

♠️♠ তুমি ক্ষমতার অধিকারী সত্যিই একজন অসাধারণ মানুষ। ভালো গিটার বাজানোর জন্য সকল গুন তোমার ভেতর আছে। তোমার হাত দুটো নিজের। নিজের মত করে গুছিয়ে তুমি তোমার সুবিধা মত প্রাকটিস করো। সফল হবেই।

♠️♠ নিজের উপর বিশ্বাস রেখো তুমি পারবে। তোমার চোখের সামনেই অনেকেই ভালো গিটার বাজাচ্ছে। ওরাও অনুশীলন করছে, মেধা খাটাচ্ছে। ওদের থেকে তুমি বেশি অনুশীলন করলে,তুমি

বেশি মেধা খাটালে তাদের থেকে তুমি বেশি ভালো করবে। আত্মবিশ্বাস রাখো নিজের মাঝে।

🌳♠ নিজেকে মনেপ্রাণে গ্রহন করো। আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মজ্ঞান কাজে লাগাও। জানার চেষ্টা করো অধিক,চেষ্টাবান হও। যেভাবে প্রাকটিস করলে তুমি ভাল বাজাবে সেভাবে সব করো। নেতিবাচকতার বীজ নিজের মাঝে কখনো বুনতে দিবে না। তুমি একসময় ভালো গিটার বাজাবেই।

কর্ডের Arpeggio নোটস/Minor chord Traids

বেসিক মাইনর কর্ডের স্কেল বা Aeolian এর সারগামের স্বরগুলো হলো সা রে জ্ঞা মা পা দা ণি সা। সা হলো ১,রে হলো ২,জ্ঞা হলো ৩, মা হলো ৪, পা হলো ৫,দা হলো ৬, ণি হলো ৭ । এই মাইনর সারগামের ১ ৩ ৫ হলো মেজর কর্ডের সূত্র অর্থাৎ সা জ্ঞা পা। এই সা জ্ঞা পা হলো আরপিজিও।

A মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : ACE

A# মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : A#C#F

B মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : BDF#

C মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : CD#G

C# মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : C#EG#

D মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : DFA

D# মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : D#F#A#

E মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : EGB

F মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : FG#C

F# মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : F#AC#

G মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : GA#D

G# মাইনর কর্ডের Arpeggio নোটস : G#BD#

ট্রেনিং ক্লাস বিগিনার গিটার লেসন

তুমি যদি এক্সপার্ট সলো গিটারিষ্ট বা বেজিষ্ট হও তাহলে ইতিমধ্যে গিটারের টিউনিং,স্কেল থিওরি,কর্ড চার্ট,মিউজিক কোর্সের ডায়াগ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছো। তুমি যদি বিগিনার হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এসব সম্পর্কে জানতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। গিটার লেসন শুরু করার পাশাপাশি তোমাকে বিভিন্ন গিটার সম্পর্কিত তথ্য, নিয়মকানুন, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে।

গিটার শেখা : গিটারের পরিধি এতো বড় যে তুমি জেনে শেষ করতে পারবে না। তাই সবসময় তুমি বিগিনার। এর মধ্যেই নিজেকে ইন্টারমিডিয়েট, এডভান্সড্ মোড শ্রেণীকরণ করতে হবে নিজের প্রোগ্রেস বুঝে।

গিটার লেসন : গিটারের বিভিন্ন লেসন দ্বারা তুমি প্রাকটিস করবে। প্রতিদিন নতুন নতুন লেসন শিখবে। তোমার এক্সারসাইড ও অনুশীলনের দ্বারা তুমি প্রখর হয়ে উঠবে।

গিটার ডায়াগ্রাম : গিটার শেখার অনেক নিয়মকানুন আছে। অনেকেই অনেকভাবে গিটার শিখে। তুমি কোন পদ্ধতিতে গিটার শিখছো বা কোন পদ্ধতিতে গিটার শিখবে এর জন্য প্রচুর জ্ঞান অর্জন করো। গিটার শেখার প্রচুর ডায়াগ্রাম আছে এগুলো জানতে চেষ্টা করো।

লেখা ও বাজানো : তুমি যখন গিটার বাজাও বা অনুশীলন করো সেটি হলো বাজানো বা লাইভ প্লেয়িং। এবং তুমি যখন কোনো লেসন লেখো বা পড়ো সেটি হলো লিপিবদ্ধকরণ। তোমার লেখা ও বাজানো হলো থিওরিটিক্যাল ও প্রাকটিক্যাল।

গিটার টিউনিং : গিটার বাজানোর পূর্বে সবসময় গিটার টিউনিং করতে হবে। পরিষ্কার টিউনিং করার পর গিটার বাজাতে হয় সর্বদা। তাছাড়া অনেকক্ষণ গিটার বাজানোর পর গিটারে টিউনিং চেক করে নিতে হয়। অনেক সময় গিটার বাজাতে বাজাতে টিউনিংষ পড়ে যায়। টিউনিংহীন গিটার বাজানোর চেয়ে শোপিচ করে ঘরে গিটার সাজিয়ে রাখা উত্তম।

প্রাকটিস করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ Chord Progression

স্কেল শেখার পর কর্ড কি,কিভাবে কর্ডের গঠন হয়,কর্ডের সাথে কর্ডের সম্পর্ক প্রভৃতি জানতে হয়। সেই সাথে কর্ড থিওরী জেনে অনুশীলন করতে হয়। বিভিন্ন কর্ড শেখার পর কর্ড প্রোগ্রেশন জানতে হয়। বিভিন্ন স্ট্যামিংয়ের সাহায্য প্রাকটিস করটতে হয়।

অসংখ্য কর্ড প্রোগ্রেশন রয়েছে। গুরুত্ব্পূর্ণ কিছু কর্ড প্রোগ্রেশন দেয়া হলো। গানের সলোর ব্যাকআপ অথবা ইম্প্রোভাইজিং করার জন্য, গানের কর্ডের স্ট্রাকচার বানানোর জন্য, অনুশীলনের জন্য এবং থিসিসের জন্য কর্ড প্রোগ্রেশনগুলো গুরুত্ব্পূর্ণ। একটি কর্ডের সাথে দুইটি কর্ডের যুক্তকে 3 chord relation বলে। আবার একটি কর্ডের সাথে তিনটি কর্ডের যুক্তকে 4 chord relation বলে। এভাবে বড়ো বড়ো কর্ড রিলেশন তৈরি করে অনুশীলন করলে কর্ডিং সেন্স বৃদ্ধি পায়।

♠ 3 chord relation

A + D + E
B7 + A7 + A
C + E + Am
D7 + D + G
E + C + D
G + C + D

♠ 4 chord relation

Am + G + F + E
Bm + F# + G + A
C + F + Dm + G
Dsus2 + D + Dsus4 + D
D + F#m+ G + A
A + E7 + A7 + E

♠ 5 Chord relation

A + C#m + Bm + D + E
E + F#m + G#m + A + B
Em + F + C + G + D

গিটারে পুরোনো দিনের ব্যান্ডের গান কভার

বাংলাদেশের মিউজিকের স্বর্ণ সময় হলো আশির দশক- নব্বই দশক। এসময়ে পিওর এ্যাকুষ্টিক ফিল ছিলো গান গুলোতে। ব্যান্ডের গানগুলো ছিল অসাধারণ। কিছু গান ছিল সহজ কর্ড প্রোগ্রেশনের উপর, কিন্তু গানগুলো চমৎকার । গানের সলোগুলোতে ছিল অল্প অল্প নোট অথচ খুবই ইউনিক।

গিটারে এ্যাকুষ্টিক গান কভার করতে চাইলে সেই সময়ের গানগুলো কভার করা বেষ্ট আইডিয়া হবে। শুধু গানের কর্ডিং তুলে নিজে গুন গুন করে গাইলেও সেন্স ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ফ্রেশ মিউজিক সমন্ধে ধারণা হবে।

পুরোনো জনপ্রিয় ১০ টি ব্যান্ডের গান

• সেই তুমি - এল আর বি
• যারে যা - আর্ক
• মা - জেমস
• ফিরিয়ে দাও - মাইলস্
• পরী - দলছুট
• হৃদয় জুড়ে - উইনিং
• আমার কন্ঠস্বরে - প্রমিথিউস
• সরলতার প্রতিমা - চাইম
• নীল যত দুঃখ তত - ভাইকিংস
• শ্রাবনের মেঘ - ডিফারেন্ট টাস্

ভাল কিছু করতে হলে সব ধরনের গান শুনতে হবে, কভার হবে

গিটার শুধু ইংলিশ গান বাজানোর জন্য নয়, গিটার মানে শুধু ব্যান্ডের গান নয়। গিটার মানে সবকিছু। যে গিটার সম্পর্কে জানে সে এক্সপার্ট , নিঃসন্দেহে সে ট্যালেন্ট গিটারিষ্ট। ট্যালেন্ট গিটারিষ্টরা মিউজিক নলেজের অন্বেষণে থাকে সবসময়। তারা নতুন নতুন জিনিস শিখার জন্য প্রস্তুত । যারা বেছে বেছে লেসন শিখে,গান শেখে তার শুধু নির্দিষ্ট একটি বৃত্তের ভেতরে থাকে। ভাল কিছু করতে হলে সব ধরনের গান শুনতে হবে, কভার হবে।

প্রথমে ১০টি আধুনিক গান এ্যাকুষ্টিকে কাভার করো। এই গান গুলো শ্রুতিমধুর। তোমার হেয়ারিং স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। কর্ডিং সেন্স মারাত্মক ভাবে বাড়বে। তারপর ১০টি ব্যান্ডের গানের তালিকা করে কাভার করো। এভাবে এক পর্যায়ে ইংলিশ গানের লিষ্ট করে নিজের দক্ষতা অর্জন করো। এখানে জনপ্রিয় দশটি গানের তালিকা দেয়া হলো। এই গানগুলোর কর্ডিং করার চেষ্টা করো।

পরিচিত ১০টি আধুনিক গানের তালিকা

• সুন্দর সুবর্ণ : সাবিনা ইয়াসমিন
• ইষ্টিশনের রেলগাড়িটা : রুনা লায়লা
• ভালো আছি ভালো থেকো : কনক চাপা
• আমায় ডেকোনা : সামিনা চৌধুরী
• তুমি আমার প্রথম সকাল : শাকিলা জাফর
• আমি সাত সাগর পাড়ি : আবিদা সুলতানা
• এই মেঘলা দিনে একলা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
• কফি হাউজের সেই আড্ডা : মান্না দে
• বাশি শুনে আর : শচীনদেব বর্মণ
• জ্যোৎস্না করেছে আড়ি : শিপ্রা বসু

গিটার টিউনিং এর জন্য ভালো কিছু এ্যাপস

তুমি তোমার গিটার মোবাইল এ্যাপসের সাহায্য গিটার টিউন করতে পারো। সঠিক টিউনিং ছাড়া গিটার বাজানো ঠিক নয়। এতে বেসুরো হয় এবং হেয়ারিং এর অনেক সমস্যা হয়। তাই যথাযথ গিটার টিঊনিং করে গিটার বাজানো উচিত। তুমি যে যন্ত্র বা এ্যাপস দ্বারা গিটার টিউন করো তাকে টিউনার বলা হয়। মোবাইলের প্লে স্টোরে গিটারের অনেক টিঊনার রয়েছে। তার মধ্যে বেষ্ট কিছু এ্যাপসের নাম দেয়া হলো। এগুলো মোবাইল মোবাইলে ডাউনলোড করে মোবাইলের সামনে গিটার রেখে টিউনিং করা যাবে।

• Pitchlab
• Guitar tuna
• Da tuner lite
• Pro guitar tuner
• Tuner & Metronome
• Chromatic Tuner free-n-track

বেসিক ওপেন Chord

• A মেজর কর্ড : ৪ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ৩ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ২ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে চার নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল চেপে ধরলে A মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• B মেজর কর্ড : ৪ নাম্বার তারে চার নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ৩ নাম্বার তারে চার নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও ,২ নাম্বার তারে চার নাম্বার ফ্রেটে চার নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ১ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৪টা আঙ্গুল একসাথে চেপে ধরলে B মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• C মেজর কর্ড : ৫ নাম্বার তারে তিন নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ৪ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ২ নাম্বার তারে এক নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল একসাথে চেপে ধরলে C মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• D মেজর কর্ড : ৩ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ২ নাম্বার তারে তিন নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ১ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল একসাথে চেপে ধরলে D মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• E মেজর কর্ড : ৫ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ৪ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ৩ নাম্বার তারে এক নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল সাথে চেপে ধরলে E মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• G মেজর কর্ড : ৬ নাম্বার তারে তিন নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও,৫ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ১ নাম্বার তারে তিন নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল সাথে চেপে ধরলে G মেজর কর্ড হয়ে যাবে।

• A মাইনর কর্ড : ৪ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও,৩ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে তিন নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ২ নাম্বার তারে এক নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও । এই ৩ টা আঙ্গুল সাথে চেপে ধরলে A মাইনর কর্ড হয়ে যাবে।

D মাইনর কর্ড : ৩ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও, ২ নাম্বার তারে তিন নাম্বার ফ্রেটে চার নাম্বার আঙ্গুল বসাও এবং ১ নাম্বার তারে এক নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও। এই ৩ টা আঙ্গুল সাথে চেপে ধরলে D মাইনর কর্ড হয়ে যাবে।

E মাইনর কর্ড : ৫ নাম্বার তারে দুই নাম্বার ফ্রেটে দুই নাম্বার আঙ্গুল বসাও,৪ নাম্বার তারে দুই

নাম্বার ফ্রেটে এক নাম্বার আঙ্গুল বসাও। বাকিসবগুলো তার ওপেন। এই ২ টা আঙ্গুল সাথে চেপে ধরলে E মাইনর কর্ড হয়ে যাবে।

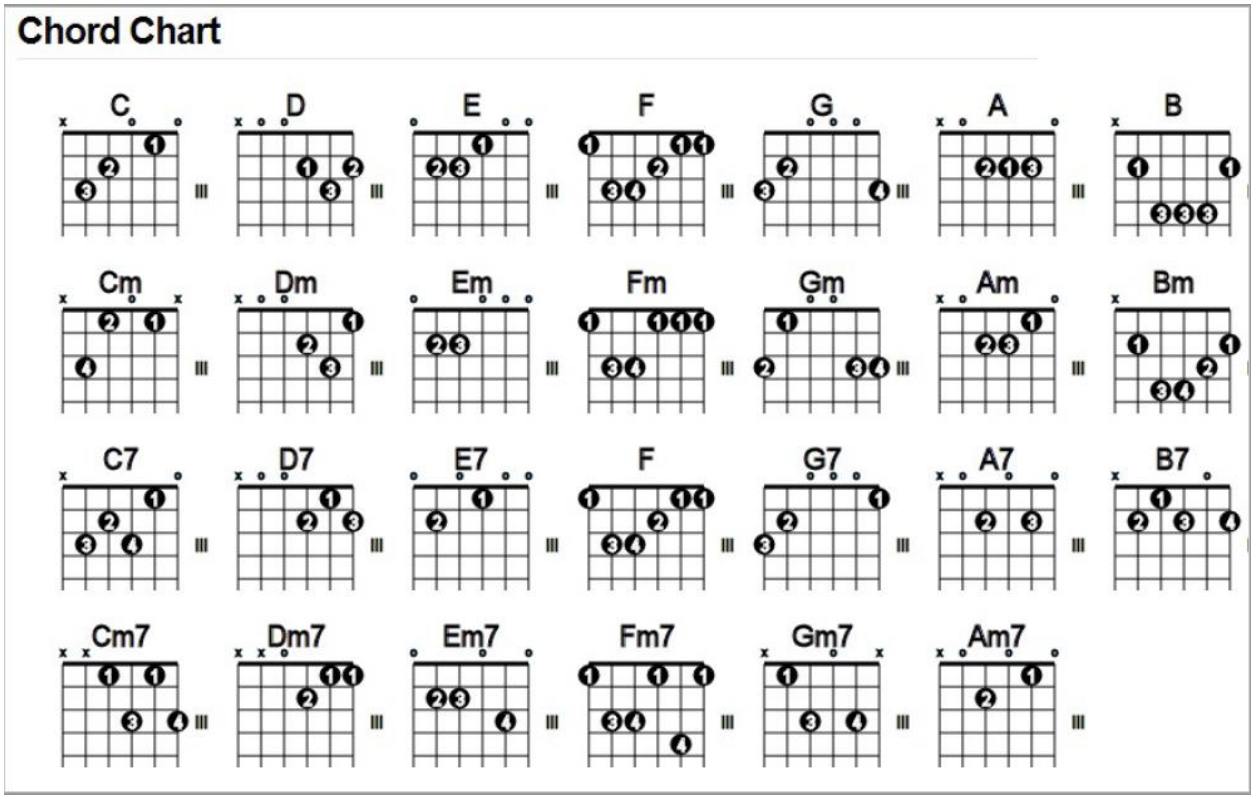

E মেজর ওপেন সারেগামা

E মেজর একটি মেলডি কর্ড। E মেজরের কর্ড প্রোগ্রেশন তৈরি করে তুমি মেলডি ইম্প্রোভাইজ

করতে পারো। প্রথমে তোমাকে E মেজরের কর্ডের নোটগুলো মনে রাখতে। ই মেজর কর্ডের নোটগুলো হলো EG#B।

E মেজরের স্কেল : ৬ নাম্বার তার ওপেন হলো সা, ৬ নাম্বার তারের দুই নাম্বার ফ্রেট হলো রে, ৬ নাম্বার তারের চার নাম্বার ফ্রেট হলো গা, ৫ নাম্বার তার ওপেন হলো গা, মা নাম্বার তারের দুই নাম্বার ফ্রেট হলো পা, ৪ নাম্বার তারের এক নাম্বার ফ্রেট হলো নি, ৬ নাম্বার তারের দুই নাম্বার ফ্রেট হলো র্সা

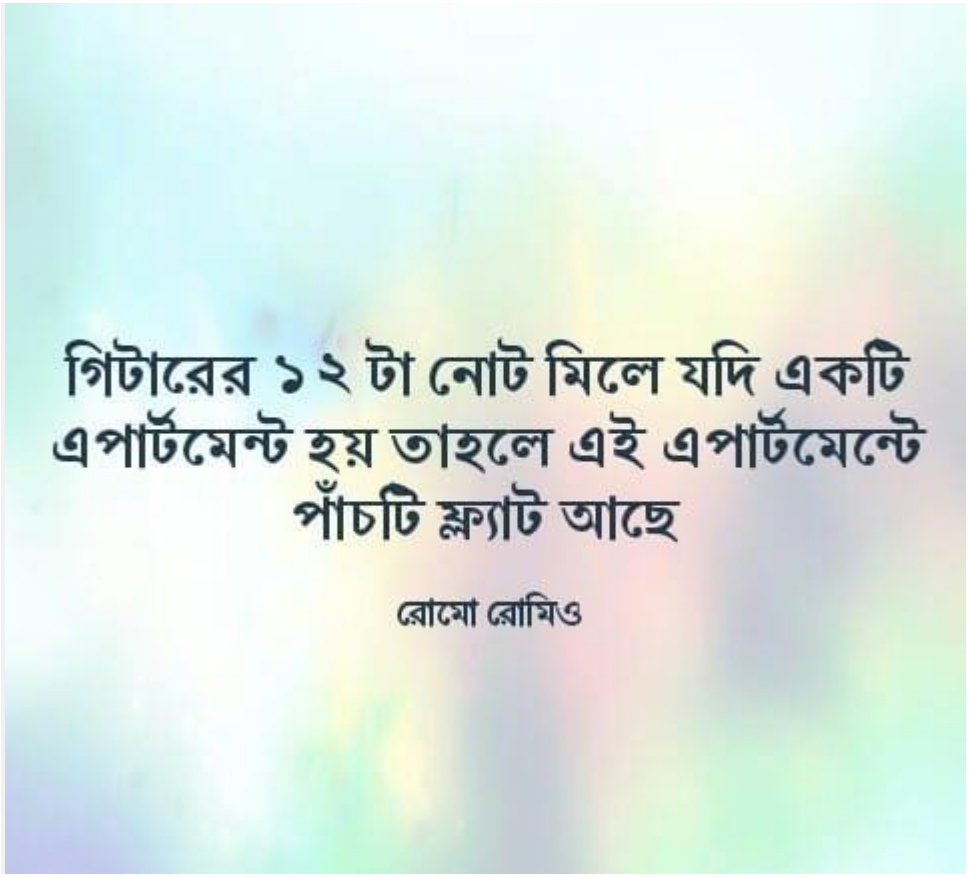

ফিঙ্গার স্ট্রেনথ (Finger Strength)

ফিঙ্গার স্ট্রেনথ্ হলো সবগুলো আঙ্গুলের শক্তির জন্য অনুশীলন। এক নাম্বার আঙ্গুলের জন্য, দুই নাম্বার আঙ্গুলের জন্য, তিন নাম্বার আঙ্গুলের জন্য,চার নাম্বার আঙ্গুলের জন্য এই ফিঙ্গার স্ট্রেনথ প্রাকটিস টি। এই অনুশীলনটি ডাউন স্ট্রোক এবং আপ স্ট্রোক করে প্রাকটিস করতে হবে ।

ইনডেক্স ফিঙ্গার

১ ২ ৩ ৪
১ ২ ৪ ৩
১ ৩ ২ ৪
১ ৩ ৪ ২
১ ৪ ২ ৩
১ ৪ ৩ ২

মিডল ফিঙ্গার

২ ১ ৩ ৪
২ ১ ৪ ৩
২ ৩ ১ ৪
২ ৩ ৪ ১
২ ৪ ১ ৩
২ ৪ ৩ ১

রিং ফিঙ্গার

৩ ১ ২ ৪
৩ ১ ৪ ২
৩ ২ ১ ৪
৩ ২ ৪ ১

৩ ৪ ১ ২

৩ ৪ ২ ১

পিঙ্কি অথবা লিটল ফিঙ্গার

৪ ১ ২ ৩

৪ ১ ৩ ২

৪ ২ ১ ৩

৪ ২ ৩ ১

৪ ৩ ১ ২

৪ ৩ ২ ১